ঈদুল আজহার জামাত নিয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ১৩ নির্দেশনা

পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজের জামাত আদায় প্রসঙ্গে ১৩ নির্দেশনা দিয়ে সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়। জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণপূর্বক নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে ঈদুল আজহার নামাজের জামাত মসজিদে আদায়ের জন্য আহ্বান জানানো হয়:

– নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। প্রয়োজনে একই মসজিদে একাধিক জামাত আদায় করা যাবে।
– মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের আগে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবানুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসবেন।
– বাসা থেকে অজু করে মসজিদে আসতে হবে এবং অজু করার সময় কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে অজুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে।
– মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে।
- মাস্ক পরে মসজিদে আসতে হবে। মসজিদে সংরক্ষিত জায়নামাজ ও টুপি ব্যবহার করা যাবে না।
– ঈদের নামাজ আদায়ের সময় কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দাঁড়াতে হবে এবং এক কাতার অন্তর অন্তর কাতার করতে হবে অর্থাৎ দুই কাতারের মাঝে এক কাতার খালি রাখতে হবে।
– শিশু, বৃদ্ধ, যে কোনো ধরনের অসুস্থ ব্যক্তি এবং অসুস্থদের সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তি ঈদের নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করবেন না।
– সর্বসাধারণের সুরক্ষার নিমিত্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্থানীয় প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনীর নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
– করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধ কল্পে মসজিদে জামাত শেষে কোলাকুলি এবং পরস্পর হাত মেলানো পরিহার করতে হবে।
– করোনাভাইরাস মহামারি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পবিত্র ঈদুল আজহার নামাজ শেষে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করার জন্য

খতিব ও ইমামদের অনুরোধ করা হয়।
– খতিব, ইমাম, মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার অনুরোধ করা হয় এবং পশু কোরবানির ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।
– প্রাণঘাতি করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী বাহিনী, জনপ্রতিনিধি, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট মসজিদের পরিচালনা কমিটি উল্লিখিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করবেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কাতার থেকে ফিরলেন ৪১৬ বাংলাদেশি

কাতারের রাজধানী দোহা থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি চার্টার্ড ফ্লাইটে দেশে ফিরেছেন ৪১৬ বাংলাদেশি। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা ১৯ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের উপ-মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) তাহেরা খন্দকার এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কোভিড-১৯ নেগেটিভ সার্টিফিকেট নিয়ে ভ্রমণ করায় কাউকে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টিনে থাকতে হয়নি।

জানা গেছে, বৈশ্বিক মহামারি করোনায় কাতারে আটকা পড়েছিলেন এ ৪১৬ বাংলাদেশি। দুই দেশের মধ্যে ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকায় তারা দেশে ফিরতে পারছিলেন না। উভয় দেশের সরকারের সহযোগিতায় বিমানের চার্টার্ড ফ্লাইটে তারা বৃহস্পতিবার দেশে ফেরেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

[redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2022) [redacted] ‘[redacted]’ [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (2) [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [

পন্টুন, অপেক্ষায় শতশত যানবাহন

পদ্মার পানির তীব্র স্রোতে ভেসে গেছে শিমুলিয়া ফেরি ঘাটের তিন নম্বর পন্টুন। কয়েকদিন ধরেই পদ্মার তীব্র স্রোত ও পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় মুন্সীগঞ্জের শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে।

মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দুপুরে লৌহজং উপজেলার শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরি ঘাটটি পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে তলিয়ে গেছে। এই ফেরি ঘাট দিয়ে বড় বড় ফেরিগুলো চলাচল করছিল। বর্তমানে শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী নৌরুটে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ রয়েছে। এখন ছোট ৫টি ফেরি চলাচল করছে।

শিমুলিয়া ঘাটের বিআইডাব্লিউটিসি’র ব্যবস্থাপক সাফায়েত আহমেদ জানান, দুপুরে পদ্মার তীব্র স্রোত ও ভাঙনের কবলে পড়ে শিমুলিয়ার তিন নম্বর ফেরিঘাটটি বিলীন হয়ে গেছে। পন্টুনটি এখন ঘাটের অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পদ্মায় ভাসছে। এছাড়া ফেরিঘাটটির সংযোগ সড়ক, বিআইডাব্লিউটিএ’র নির্মিত খাবারের দোকান, মসজিদ এসব তলিয়ে গেছে পানিতে।

বর্তমানে রো রো ফেরি চলাচল বন্ধ আছে। বাকি দুইটি ঘাট সচল আছে যা দিয়ে ফেরি চলাচল করছে। ঘাট এলাকায় গাড়ি পারের অপেক্ষায় রয়েছে। ঘাটটি মেরামত বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

সূত্র বিডি প্রতিদিন

আওয়ামী লীগের আয় ৩৫ ভাগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটিতে

২০১৯ সালের শেষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সর্বমোট অর্থের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫০ কোটি ৩৭ লাখ ৪৩ হাজার ৫৯৩ টাকা। এর মধ্যে নগদ আছে ৫ লাখ ১৩ হাজার ৭১৭ টাকা এবং ব্যাংকে জমা আছে ৫০ কোটি ৩২ লাখ ২৯

প্রকাশনা, সাংগঠনিক খরচ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সার্ভিস চার্জসহ অন্যান্য খাতে বাকি অর্থ ব্যয় হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে

সুন্দরবন অংশে গত তিন বছরে বাঘের সংখ্যা ১০৬ থেকে বেড়ে বর্তমানে
১১৪। এ অবস্থায় আজ বিশ্বের ১১৩টি দেশের মতো বাংলাদেশেও বিশ্ব বাঘ দিবস পালিত হচ্ছে। বিশ্বের যে কটি দেশে বাঘ রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য, ‘বাঘ বাড়াতে করি পণ, রক্ষা করি সুন্দরবন’।

করোনার কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত আকারে বন বিভাগ সুন্দরবনের ৪টি রেঞ্জে আলোচনা সভার আয়োজন করেছে। গত বছরের ২২ মে সর্বশেষ জরিপে সুন্দরবনে ১১৪টি বাঘ রয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাকিং জরিপের মাধ্যমে এ তথ্য উঠে আসে। বর্তমানে সুন্দরবনে আগের তুলনায় চোরা শিকারিদের দৌরাত্ম্য কমেছে জানিয়েছে সুন্দরবন বিভাগ। ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ সাইট সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের আয়তন ৬ হাজার ১৭ বর্গকিলোমিটার। ২০০১ সাল থেকে এ পর্যন্ত বন বিভাগের হিসাবমতে, ৫৩টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মারা গেছে ১৫টি। লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় মানুষ পিটিয়ে হত্যা করেছে ১৪টি, একটি মারা গেছে ২০০৭ সালের সুপার সাইক্লোন সিডরে, বাকি ২৫টি বাঘ হত্যা করেছে চোরা শিকারিরা। অধিক মুনাফার আশায় বাঘের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চামড়া, হাড়, দাঁত, নখ পাচার ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। আর এটি দেশ ও দেশের বাইরে চলে যেত চোরাকারবারি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে।

আশার কথা, একের পর এক বনদস্যুদল আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়ায় বাঘ নিধন কমে এসেছে। তবে সুন্দরবনে বাঘের আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণেও হুমকির মুখে রয়েছে বাঘ। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বাড়ছে সমদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা। এ অবস্থায় হারিয়ে যেতে পারে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ২০৭০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বাঘের বসবাসের

জন্য উপযুক্ত জায়গা থাকবে না। কেননা, বিশ্বের তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধিসহ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সুন্দরবনে টিকে থাকা কয়েকশ’ বাঘ বিলুপ্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। এ অবস্থায় সুন্দরবনে বাঘের আবাসভূমি চরম হুমকির মুখে পড়েছে। সুন্দরবনে একসময় চোরা শিকারি আর বনদস্যুদের হাতে একের পর এক বাঘ নিধন হতো। ২০০৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত সুন্দরবন ও লোকালয়ে বাঘের হামলায় ২ শতাধিক মানুষ মারা গেছে, আহত হয়েছে শ’খানেক জেলে-বনজীবী, বন বিভাগ সূত্রে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান ও সাইকোলজি বিভাগের ডিন প্রফেসর একে ফজলুল হক বলেন, বাঘ কমার অন্যতম কারণ চোরাশিকারি ও বনদস্যুদের হাতে বাঘ নিধন। বাঘের মূল্য অনেক বেশি। তাই একটি বাঘ হত্যা করার পরপরই দ্রুত চোরা মার্কেটে পাচার হয়ে যায়। সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা বাড়াতে আবাসস্থল, খাবার ও প্রজনন নির্বিঘ্ন-নিরাপদ করা প্রয়োজন।

বন ভবনের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (প্রশাসন) ডিএফও মো. মাহমুদুল হাসান জানান, বাঘের অবাধ বিচরণ নির্বিঘ্ন করতে প্রজনন মৌসুমের সুন্দরবনে তিন মাস পর্যটন বন্ধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বন বিভাগ। বর্তমানে বাঘের মৃত্যুর হার কমেছে। সুন্দরবন পাহারায় স্মার্ট প্যাট্রোলিং টিম কাজ করছে। এতে সুন্দরবনে বাঘ অবাধ বিচরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। প্রধান বন সংরক্ষক (সিসিএফ) মো. আমীর হোসাইন চৌধূরী জানান, বাঘের প্রজনন, বংশ বৃদ্ধিসহ অবাধ চলাচলের জন্য গোটা সুন্দরবনের ২৩ থেকে ৫১ ভাগ এলাকা সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে। বাঘ রক্ষায় বন বিভাগের পাশাপাশি কোস্টগার্ড ও র্যাব তৎপর রয়েছে।

মেহেরপুরের সাবেক জেলা প্রশাসক মোঃ আতাউল গনি করোনায়

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

তিনি বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখন অধিকতর উষ্ণ, সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং উন্নয়নমুখী। বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ’৭১ এর রক্তের রাখিবন্ধনে আবদ্ধ।

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ও গণপরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারতীয় ঋণ কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়েও হাইকমিশনারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে তিনি এ সময় জানান।

সেতুমন্ত্রী বলেন, দুই দেশের সম্পর্কের সেতুবন্ধ সময়ের পরিক্রমায় দিন-দিন নবতর মাত্রায় উন্নীত হচ্ছে। সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এগিয়ে নিতে হাইকমিশনারের সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানান সেতুমন্ত্রী।

সূত্র: বিডি প্রতিদিন

কোরবানির চামড়া সংরক্ষণে দেশে লবণের কোনও ঘাটতি নেই

দেশে বর্তমানে ১১ লাখ ৫৭ হাজার মেট্রিক টন লবণ মজুদ রয়েছে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)। প্রতিবছর ঈদুল আজহায় দেশব্যাপী কোরবানির পশু সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কম-বেশি ১ লাখ মেট্রিক টন লবণের প্রয়োজন হয়।

প্রাণিসম্পদ অধিদফতরের তথ্যানুযায়ী, গত ঈদুল আজহায় কোরবানিকৃত পশুর সংখ্যার বিপরীতে লবণের চাহিদা ছিল ৮১ হাজার ৮২০ মেট্রিক টন। ফলে মজুদকৃত লবণ দিয়ে এবারের ঈদুল আজহার চাহিদা মিটিয়ে আরও ৭ থেকে ৮ মাসের লবণের চাহিদা পূরণ সম্ভব।

অন্যদিকে আর মাত্র ৪ মাস পর অর্থাৎ নভেম্বর, ২০২০ হতে লবণ উৎপাদনের নতুন মৌসুম শুরু হবে। ফলে দেশে লবণের কোনও ধরণের ঘাটতির আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছে বিসিক।

[redacted]

[redacted]

যাত্রাকালে ট্রেনে চেকার তার কাছে থাকা স্মার্টফোন বা ট্যাবে রেলের সার্ভারে থাকা যাত্রীর নাম-পরিচয়ের সঙ্গে টিকেটে থাকা নাম-পরিচয় মিলিয়ে দেখবেন, অর্থাৎ যার নামে টিকেট তাকে ভ্রমণ করতে হবে, এবং যাত্রাকালে ‘অন বোর্ড’ নিজের পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।’

এতে যাত্রীর স্মার্টফোন থাকার প্রয়োজন নেই, কিংবা তাকে জাতীয় পরিচয়পত্রও বহন করতে হবে না। তবে যাদের এনআইডি নেই- তাদের ক্ষেত্রে কী ব্যবস্থা হবে?

জবাবে তিনি বলেছেন, ‘এখন তো ১৬ বছর বয়সী পর্যন্ত অর্থাৎ ২০০৪ সালে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের পর্যন্ত তথ্য আছে। ওই বয়স পর্যন্ত জাতীয় পরিচয়পত্র না থাকলেও একটি রেজিস্টার্ড আইডি নম্বর থাকে, সেটি দিয়ে তারা টিকেট কাটতে পারবে।’

কিন্তু ১৬ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে কী হবে সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে, যেহেতু ১২ বছর বয়স হলেই রেলের টিকেট কাটা যায়, সে ক্ষেত্রে রেলওয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে জন্ম সনদ দিয়ে টিকেট কাটার ব্যবস্থা করা। অনেক সময় ভাসমান বিভিন্ন পেশায় থাকা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষ যাদের এনআইডি নাই, নতুন ব্যবস্থা চালু হলে তারা আর রেল ভ্রমণ করতে পারবেন না।

মাহবুব কবীর বলেছেন, এখন দুই-একটি ধাপে পাইলট করে অক্টোবরের শেষ নাগাদ এই ব্যবস্থা চালু করে দেয়া যাবে।

অনলাইন রিফান্ড

আগামী অগাস্টের মাঝামাঝি চালু হবে নতুন এ ব্যবস্থা। এর ফলে একজন যাত্রী অনলাইনে টিকেট কাটার পর যদি সেটি পরিবর্তন করেন বা যাত্রা বাতিল করতে চান, তাহলে তিনি টিকেট ফেরত দিয়ে অনলাইনেই অর্থ ফেরত পাবেন। এখন টিকেট ফেরতের অর্থ পেতে একজন যাত্রীকে কাউন্টারে আসতে হয়।

রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, এটিও রেলওয়ে টিকেটিং ব্যবস্থা আধুনিকায়নের একটি অংশ। এছাড়া ট্রেন স্টেশনগুলোতে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার পরিকল্পনা করছে মন্ত্রণালয়, যাতে টিকেট ছাড়া কেউ স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করতে না পারে।

মাহবুব কবীর জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই রেলের স্ট্যান্ডিং টিকেট দেয়া

বন্ধ করা হয়েছে। সূত্র : বিবিসি বাংলা